যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা-২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১২ ডিসেম্বর ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
<u>তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র অধিশাখা</u>

তারিখ: ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রীস্টাব্দ নং-১৫.০০ .০০০০.০২৭.০০.১৭.৫৭৮
এতদ্বারা যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের নীতিমালা-২০১৭ জারি করা হলো।

ক. পটভূমি:

স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। সেসময় 'ধীরে বহে মেঘনা' 'পালঙ্ক' এর মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হয় যৌথ প্রযোজনার আওতায়। সেসময় যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি না থাকলেও পারস্পারিক সৌহার্দ, সমঝোতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি হয়েছিল 'পালঙ্ক'। সে প্রয়াসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল উভয় দেশের ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক, স্ব স্ব দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মূল্যবোধ। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির আওতায় যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিস্তৃত হয় যৌথ এ প্রয়াসের ক্ষেত্র ও পরিধি। শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা সময়ের ধারাবাহিকতায় বিকাশমান, গতিশীল এবং বহুমাত্রিকতায় পরিবর্তনশীল। চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। এ মাধ্যমের বিকাশ এবং সমৃদ্ধি অর্জনসহ ব্যয়বহুল এ শিল্প মাধ্যমে যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সময়ের প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে এ নীতিমালা কয়েক দফা পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্তৃত হয়েছে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের উপাদান ও আঙ্গিক। চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি এবং অগ্রসর ভাবনা। যৌথ প্রযোজনার চলমান প্রয়াসকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির সাথে আরো বেশী সঙ্গাতিপূর্ণ করতে এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ যাতে কেবল অর্থলগ্নী ও লগ্নীকৃত অর্থ থেকে ব্যবসায়ীক লাভ অর্জনের মাধ্যমে পরিণত না হয়, এসব বিষয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা থেকে 'যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হলো।

খ. যৌথ প্রযোজনার উদ্দেশ্যঃ

(০১) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে উন্নতমানের চলচ্চিত্র উৎপাদনের জন্য কারিগরি বিশেষ দক্ষতা অর্জন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের বাইরে চলচ্চিত্রের বাজার সম্প্রসারণ যৌথ প্রযোজনার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

(০২) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রে আবহমান বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সুষ্ঠু প্রতিফলন থাকতে হবে। যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র বাঙালির পারিবারিক জীবন ও মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস এর সাথে সরাসরি কিংবা প্রতিকী অর্থে সাংঘর্ষিক হবে না। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে এমন দৃশ্য, কাহিনি ও বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত হবেনা যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং বাঙালির প্রচলিত মূল্যবোধকে আঘাত করে, বিঘ্নিত হয় জনগনের সম্মান এবং প্রকাশ পায় অসৌজন্যমূলক আচরণ। বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনাকারীগণ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের ও জনগনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনরুচির উন্নয়ন সাধন করবেন।

গ. যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আবেদন দাখিল ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

(০১) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের আবেদন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর পেশ করতে হবে।

(০২) আবেদনপত্রের সাথে যৌথ প্রযোজনার জন্য সম্পাদিত চুক্তিপত্রের নোটারাইজড কপি, পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্রটির নির্মাণ পরিকল্পনা, লোকেশন বর্ণনা, প্রি-প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রডাকশন কার্যক্রমের সিডিউলসহ শুটিং সিডিউল, বিস্তারিত বাজেট, বিনিয়োগের পরিমান এবং পরিচালক, শিল্পী ও অন্যান্য কলাকুশীল নামের তালিকা (দেশের নাম, এনআইডি/পাসপোর্ট নম্বরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

(০৩) আবেদনপত্রের সাথে চলচ্চিত্রটির পরিচালক, অভিনয়শিল্পী এবং মুখ্য কারিগরি কুশলী ও কর্মীদের সম্মতিপত্র এবং তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র এর মূলকপি/ফটোকপি জমা দিতে হবে।

(০৪) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশী প্রযোজক কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি গ্রহণের পাশাপাশি যে বা যেসব দেশের প্রযোজক সংশ্লিষ্ট প্রযোজনায় অংশীদার হবেন, সেসব প্রযোজকদের সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট (যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য) গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বাংলাদেশী প্রযোজক বিদেশী প্রযোজককে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট দেশের অনুমতি/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট বাংলাদেশের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করবেন। বিদেশী সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদত্ত উক্ত অনুমতি/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে।

(০৫) যৌথ প্রযোজনার চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর শিল্পী-কুশলীর যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তথ্য মন্ত্রণালয় হতে তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বাছাই কমিটির মতামত সাপেক্ষে, মন্ত্রণালয় এ বিশেষ অনুমতি প্রদান করবে।

(০৬) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য পরীক্ষা ও পর্যালোচনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক চলচ্চিত্রটি নির্মাণের অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ/মতামত প্রদান এবং নির্মাণ শেষে নির্মিত চলচ্চিত্র দেখে প্রদর্শনের নিমিত্ত চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে দাখিলের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বিএফডিসিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হবে :

০১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি	-	সভাপতি
০২. উপসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৩. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৪. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৫. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৬. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৭. একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র/সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
০৮. পরিচালক, বিএফডিসি	-	সদস্যসচিব

(০৭) কমিটি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে বাছাই কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে বলতে পারবে। তিনি সভায় উপস্থিত হয়ে বাছাই কমিটিকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন। তবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

(০৮) অনুমতি এবং প্রদর্শনীর ছাড়পত্রের জন্য বিবেচনাধীন চলচ্চিত্রের কোন পরিচালক, শিল্পী এবং কলাকুশলী বাছাই কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে তিনি বা তারা সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র বিষয়ে অনুষ্ঠিত বাছাই কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

(০৯) যৌথ প্রযোজনায় নির্মাণের জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়ার পর নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পরিপন্থী কোন বিষয় আছে কি না এবং দাখিলকৃত প্রস্তাব এ নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা সেসব বিষয় পরীক্ষা করে প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/মতামত প্রদানের জন্য বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ তা এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ গ(০৬) অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্ণিত কমিটি চিত্রনাট্য অনুমোদনের সুপারিশ করবে অথবা নাকচ করে বিএফিডিসিকে জানিয়ে দেবে। বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ কমিটির রিপোর্ট/মতামতসহ যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করবে।

(১০) বিএফডিসি'র প্রস্তাব বিবেচনা করে তথ্য মন্ত্রণালয় যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের চূড়ান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

(১১) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর যে দেশের প্রযোজক/প্রযোজকদের সাথে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য চুক্তিপত্র করা হয়েছে, সেই দেশ বা দেশসমূহের সরকার অথবা সেসব দেশের সরকার/আইন/বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পর বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে বিএফডিসি যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র চিত্রায়নের অনুমতি প্রদান করবে।

(১২) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়ার পর অনুচ্ছেদ গ(০৬) অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটি চলচ্চিত্রটি দেখবে এবং যৌথ প্রযোজনার শর্ত পূরণ হয়েছে কি না সে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করবে। কমিটির বিবেচনায় অনুমোদিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী ছবিটি নির্মিত না হয়ে থাকলে বা চলচ্চিত্রটি যৌথ প্রযোজনার শর্ত পূরণ না করলে কমিটি পর্যবেক্ষণ প্রদান করবে। এ কমিটির ইতিবাচক প্রত্যয়ন ব্যতীত কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না বা প্রদর্শনের নিমিত্ত সেন্সর বোর্ডে জমা দেয়া যাবে না।

ঘ. আপীল ও আপীল কমিটিঃ

(০১) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশের ফলে সংক্ষুব্ধ প্রযোজক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এর কাছে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ পুণর্বিবেচনার জন্য যথাযথ কারণ বর্ণনা করে আপীল আবেদন করতে পারবেন । এ আপীল আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি আপীল কমিটি গঠন করা হবে;

০১.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-সভাপতি
০২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৩.	চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
০৪.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি	-সদস্যসচিব।

(০২) বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়া বাছাই কমিটির অন্য কোন সদস্য আপীল কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

(০৩) অনুমতি এবং প্রদর্শনীর ছাড়পত্রের জন্য বিবেচনাধীন চলচ্চিত্রের কোন পরিচালক, শিল্পী এবং কলাকুশলী আপীল কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে তিনি বা তারা সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র বিষয়ে অনুষ্ঠিত আপীল কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

(০৪) আপীল কমিটি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে আপীল কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে বলতে পারবে। তিনি সভায় উপস্থিত হয়ে বাছাই কমিটিকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন । তবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

ঙ. অনুসরণীয় অন্যান্য শর্ত ও বিষয়াদি:

(০১) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের কাহিনি মৌলিক হতে হবে।

(০২) চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নিয়োজিত পরিচালক, মুখ্য অভিনয় শিল্পী এবং কলাকুশলীর সংখ্যা, যৌথ প্রযোজকগণ যৌথ প্রযোজনা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী দেশ সমূহের যৌথ চলচ্চিত্র পরিচালক নিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে যৌথ প্রযোজনায় অংশগ্রহণকারী প্রযোজক/পক্ষসমূহের প্রয়োজন হলে পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে তৃতীয় কোন দেশ থেকে পরিচালক নিয়োগ দেয়া যাবে। সাধারণভাবে যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রের অভিনয় শিল্পী এবং মুখ্য কারিগরি কর্মীসহ শিল্পী ও কলাকুশলী সমানুপাতিক হারে নিয়োগের বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। কাহিনিকার, সংলাপ রচয়িতা, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, গায়ক-গায়িকা, সহকারি পরিচালক, নৃত্য পরিচালক, কোরিওগ্রাফার, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক, শিল্প নির্দেশক, বিশেষ দৃশ্য পরিচালক, ব্যবস্থাপকসহ চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কারিগরি কর্মী ও কলাকুশলী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(০৩) বাস্তব কোন কারণ ও প্রয়োজনে শিল্পী ও কলাকুশলী সমানুপাতিক হারে নিয়োগ না করে কমবেশি করার আবশ্যকতা থাকলে যৌথ প্রযোজনার আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় যথাযথ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে। বাছাই কমিটির মতামত সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় এ বিশেষ অনুমতি প্রদান করবে।

(০৪) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের শুটিংএর লোকেশনও সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে সমানুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে। কাহিনি ও চিত্রনাট্যের প্রয়োজন এবং বাস্তব কোন কারণে শুটিংএর লোকেশন সমানুপাতিক হারে নির্ধারণ করা না গেলে আবেদনপত্র দাখিলের সময় যথাযথ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে। বাছাই কমিটির মতামত সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিশেষ অনুমতি প্রদান করবে। কাহিনির প্রয়োজনে তৃতীয় কোন দেশ বা দেশসমূহেও যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র চিত্রায়ন করা যাবে।

(০৫) যৌথ প্রযোজনার চূড়ান্ত অনুমোদন ও চিত্রায়নের অনুমোদন পাওয়ার পূর্বে চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ/স্যুটিং শুরু করা যাবে না।

(০৬) যৌথ প্রযোজনার কোন চলচ্চিত্র চিত্রায়নের অনুমতি পাওয়ার পর ন্যূনতম ৩০(ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত না হলে উক্ত চলচ্চিত্র প্রিভিউর জন্য জমা দেয়া যাবেনা। এর ব্যতিক্রম ঘটলে প্রদত্ত অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(০৭) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লোকেশনে চিত্রগ্রহনের কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে স্থান ও তারিখ উল্লেখ করে বাংলাদেশী প্রযোজকের পক্ষ থেকে বিএফডিসিকে অবহিত করতে হবে।

(০৮) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও সামগ্রি বিদেশ থেকে আনয়ন করা যাবে। যৌথ প্রযোজনার অনুমতির আবেদনের সাথে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির তালিকা দাখিল করে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(০৯) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পুনঃরপ্তানির জন্য আমদানির ক্ষেত্রে "আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২" এর ১৩(২) অনুচ্ছেদের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(১০) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্মাতাগণের সাথে ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা ও ফেরত নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সহজীকরণের বিষয়ে কেস টু কেস ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

০১. চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষ হবার ০১ মাসের মধ্যে ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পুন:রপ্তানি সম্পন্ন করতে হবে;

০২. রপ্তানিতব্য পণ্যসমূহ শুল্কায়নকালে সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক, BTRC এবং আমদানি রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনাপত্তি পত্র/অনুমোদন দাখিল করতে হবে;

০৩. উক্ত অনাপত্তিপত্র /অনুমোদনে বর্ণিত শর্তাবলি (যদি থাকে) যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

০৪. কায়িক পরীক্ষার মাধ্যমে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মডেল, সিরিয়াল নম্বর ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে-যাতে পুনঃরপ্তানিকালে যন্ত্রপাতিসমূহ সহজে সনাক্ত করা যায়;

০৫. কোনো ক্যামেরা বা সরঞ্জামাদি নষ্ট কিংবা খোয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বৈধ কর্তৃপক্ষের সনদ নিতে হবে।

চ. প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়:

(০১) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের সকল প্রচার সামগ্রীতে যৌথ প্রযোজনার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রচার সামগ্রিতে সংশ্লিষ্ট সব দেশের শিল্পী ও কলা কুশলীদের নাম সমানভাবে, সমান গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ থাকতে হবে। সমানভাবে প্রদর্শন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সব দেশের শিল্পীর ছবি।

(০২) বিদেশী কোন প্রযোজক/পরিচালক যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা লংঘন করলে পরবর্তীতে তিনি বা তারা বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি পাবেন না।

(০৩) মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করার পর বাংলাদেশের দূতাবাসমুহের নিকট প্রদত্ত শিল্পী ও কলাকুশলীর তালিকা আনুযায়ী ভিসা প্রদানের নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।

(০৪) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা কি হবে তা নির্মাতাগণই নির্ধারণ করবেন। তবে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রে বাংলাদেশে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাংলায় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইংরেজী ডাবিং/সাব-টাইটেল থাকতে হবে।

(০৫) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রের বাংলা সংস্করণ, পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, সম্পাদনা, শব্দ সংযোজন ও পুন:সংযোজন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাবলী কোথায় কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে যৌথ প্রযোজনাকারীগণই সিদ্ধান্ত নিবেন।

(০৬) কোন প্রযোজক/পরিচালক একই বছরে যে কোন সংখ্যক যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পরবেন।

ছ. যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অযোগ্যতাঃ

(০১) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক প্রদর্শনের অযোগ্য ঘোষিত চলচ্চিত্র।

(০২) যে সব যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকবে সে সব চলচ্চিত্রে প্রদর্শনীর অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেঃ

(অ) <u>নিরাপত্তা বা আইন শৃঙ্খলাঃ</u>

০১. বাংলাদেশ বা দেশের জনগণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যদি কোনভাবে ঘৃণার উদ্রেক করে;

০২. স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বা সংহতি নষ্ট হয় এমন মনোভাব ব্যক্ত করা হলে;

০৩. দেশের শৃংখলা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন নির্দেশ লংঘন করা হলে;

০৪. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনার প্রদর্শন;

০৫. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে এমন সামরিক বা অন্যান্য সরকারি গোপনীয় কোন কিছু প্রকাশ করা হলে;

০৬. আইন শৃংখলা ভঙ্গ এবং আইন অমান্য করার পক্ষে সহানুভূতি সৃষ্টি করে এমন কিছু প্রদর্শিত হলে;

০৭. প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ বা অন্য কোন বাহিনী, যারা দেশের আইন শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত তাদের উপহাস করা হলে অথবা তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে এমন কিছু করা হলে। তবে এসব বাহিনীর লোকদের নিয়ে যদি কোন চরিত্র চিত্রায়ন করা হয় যা কোন বেআইনী বা অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ/প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৮. প্রতিরক্ষা বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর লোকদের কুৎসিত পোশাকে প্রদর্শন করা হলে;

০৯. দুর্বল ও অসম্পূর্ণ গল্পের মাধ্যমে যদি আইন শৃংখলার অভাব, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, অপরাধ বা গোয়েন্দা তৎপরতা প্রদর্শন করা হয় এবং যা গড়পড়তা দর্শককে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে।

(আ) আন্তর্জাতিকঃ

০১. কোন বিদেশী রাষ্ট্র যার সাথে বাংলাদেশের কোন বিষয়ে বিরোধ বিদ্যমান সেই রাষ্ট্রের পক্ষে কোন প্রচারণা করা যা ঐ বিরোধের বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অথবা কোন বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করা যা বাংলাদেশ ও সে দেশের সুসম্পর্ক নষ্ট করতে পারে;

০২. রাষ্ট্রনীতি লংঘন করলে অর্থাৎ এমন কিছু দেখান হলে যা অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে অথবা বহি:বিশ্বের সংবেদনশীল মনোভাব ক্ষুন্ন করতে পারে;

০৩. কোন জনগোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করে বা ইতিহাসের অমর্যাদা করে এমন কিছু ঘটনা বা প্রসঙ্গ বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব নিয়ে প্রকাশ করা;

০৪. স্বাধীনতার চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃত প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ, দেশের আদর্শ ও জাতীয় বীরগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা।

(ই) ধর্মের সংবেদনশীলতাঃ

০১. কোন ধর্মকে উপহাস, অসম্মান বা আক্রান্ত করা;

০২. ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা বিভিন্ন ধর্ম মতের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা এবং বিবাদ বাধানোর প্ররোচণা দেয়া;

০৩. বিতর্কিত সামাজিক বিষয়কে সমালোচনা বা সমর্থন করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা ;

০৪. ধর্মমত প্রচারের কার্যকলাপকে উপহাস বা ব্যাখ্যা করা যা সে ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত করতে পারে।

(ঈ) নৈতিকতাহীনতা বা অশ্লীলতাঃ

০১. নৈতিকতা বিবর্জিত ক্রিয়াকলাপ-কে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং গুরুত্ব কম দেয়া;

০২. নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনকে অতিমত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা, আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক করে দেখানো;

০৩. নষ্ট ও অনৈতিক চরিত্রকে প্রশংসা করা এবং সহানুভূতির চোখে দেখা;

০৪. অনৈতিক পথে অর্জিত কোন কিছুর সাফল্য সহজভাবে গ্রহণ করা এবং সমর্থন করা;

০৫. প্রকৃত অর্থে দৈহিক মিলন, ধর্ষণ বা গভীর ভালবাসার দৃশ্য যা অশ্লীলতাদুস্ট বলে মনে হবে তা প্রকাশ করা;

০৬. নোংরা ও অশ্লীল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমন শব্দ, উক্তি, সংলাপ, গান বা বক্তব্য তুলে ধরা;

০৭. জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতির যে কোন দিকের অশোভন প্রকাশ।

০৮. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যঙ্গাত্মক অথবা হাস্যকর ভাবে উপস্থাপন না করা।

(এ) বর্বরতাঃ

০১. জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ঢালাওভাবে প্রকাশ করা;

০২. অতিমাত্রায় ভয়ভীতি, নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা যা দর্শকদের মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে;

০৩. কোন চরম প্রকৃতির পথে কোন কিছু সমাধান দেখানো যদি না তা সমাজের কল্যাণের জন্য করা হয়।

(ঐ) অপরাধঃ

০১. অপরাধমূলক কাজকে ক্ষমা করা;

০২. অপরাধীর অপরাধ করার কৌশল ও কার্যপ্রণালী এমনভাবে দেখানো যা নতুন অপরাধের কৌশল সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;

০৩. অপরাধীকে সম্মানজনক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দর্শকদের থেকে সহানুভূতি আদায় করা;

০৪. অপরাধ দমন, অপরাধীর শাস্তি অথবা তাদের বিচার করার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাকে বিদ্বেষপূর্ণভাবে উপহাস করা বা মর্যাদাহানি ঘটানো;

০৫. অপরাধমূলক কার্যকলাপকে লাভজনক করে দেখানো অথবা সাধারণ জীবন প্রবাহের নিত্য নৈমিত্তিক সহজ ব্যাপার হিসেবে প্রদর্শন;

০৬. অপরাধমূলক কার্যকলাপকে এমন করে দেখানো যা সাধারণের সহানুভূতি পেতে পারে;

০৭. যুব সম্প্রদায় এবং তরুণদের কাছে অপরাধকে সাধারন জীবনের সহজ ঘটনা হিসেবে পরিচিত করানো এবং এমন করে দেখানো যেন এমন অপরাধকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন সমাজে নেই;

০৮. নারী ও শিশু পাচার, নেশা, মদ, ঔষধ এর যে কোন ধরনের চোরাকারবারের পক্ষে সমর্থন দেয়া।

ও. নকল ছবিঃ

অপরিহার্য ব্যতীত কোন পুরানো বা নির্মাণাধীন বিদেশি অথবা বাংলাদেশি চলচ্চিত্র থেকে যে কোন ধরনের নকল করা ।

জ. বিবিধ বিষয়াদি

(০১) এ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকরী মর্মে গণ্য হবে।

(০২) প্রত্যেক যৌথ প্রযোজনাকারী তাদের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র নিজ নিজ দেশে বাজারজাতকরণের অধিকার প্রাপ্ত হবেন। তবে আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে বাজার নির্ধারণ করা যাবে;

(০৩) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন দেশের প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সংক্রান্ত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে;

(০৪) যৌথ প্রযোজনাকারী দেশসমূহে চলচ্চিত্রের উৎপাদন, মুক্তি এবং বাজারজাতকরণের বিষয়টি স্ব স্ব দেশের আইন ও বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে;

(০৫) যৌথ প্রযোজনা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে তথ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং নীতিমালায় প্রয়োজনবোধে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ইত্যাদি মন্ত্রণালয় করতে পারবে।

(০৬) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমোদনপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়সীমা চিত্রগ্রহণের অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ০৯ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এ সময় ০৩ মাস বৃদ্ধি করা যাবে।

(০৭) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য দি সেন্সরশিপ অব ফিল্মস (সংশোধিত) আইন ২০০৬ ও সিনেমাটোগ্রাফ এ ক্ট, ১৯১৮ এর আওতাধীন থাকবে।

(০৮) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নীতিমালা-২০১৭ (সংশোধিত) এর সকল ধারা উপ-ধারা শতভাগ অনুসরণ বা প্রতিপালন করে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। কোন ধারা লঙ্ঘিত হলে চলচ্চিত্রটিকে প্রিভিউ কমিটি ছাড়পত্র দিবে না।

(০৯) এ নীতিমালার কোন শর্ত বাংলাদেশে বিদ্যমান কোন আইন, বিধি ও আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও আদেশে বর্ণিত বিধান/ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে;

(১০) সময়ের প্রয়োজন এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ নীতিমালার যে কোন শর্ত/বিধান বা পুরো নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা যাবে। প্রয়োজন হলে এ নীতিমালা বাতিল করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা যাবে।

(১১) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা লঙ্ঘনকারী বাংলাদেশী প্রযোজক/পরিচালক পরবর্তী এক বছরের জন্য যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি পাবেন না।

ঝ. বিদেশী প্রযোজকদের সাথে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ০১.৬.০৯৯৮ তারিখে তম/চলচ্চিত্র-১/৯৮/৬২৭ নং বিজ্ঞপ্তিমূলে জারীকৃত নীতিমালা ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩২.০০১.১৩-৪১২ নং সংশোধনী আদেশ এবং এর পূর্বে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিমূলে প্রণীত সকল নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১২.১২.২০১৭
(মরতুজা আহমদ)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৩.১৭.৫৭৮(২০)

তারিখঃ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১৩ ডিসেম্বর ২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, ঢাকা।
০৩। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
০৫। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাক।
০৭। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
০৯। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।
১৪। ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা।
১৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। প্রশাসক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি, স্কাই লার্ক পয়েন্ট (৮ম তলা), ১৭৫ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনী, বিজয় নগর, ঢাকা।
১৮। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, ঢাকা।
২০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি, ঢাকা।

১৮.১২.২০১৭
(শহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপসচিব (চলচ্চিত্র)
ফোন-৯৫৪০৪৬৩